৪ Raju Alam

রাজু আলম (আন লোডার) পাণ্ডবেশ্বর সাইডিং

প্রশ্ন ঃ আপনার নামটা বলুন?

উত্তর ঃ রাজু আলম।

প্রশ্ন ঃ আপনি এখানে কি কাজ করেন?

উত্তর ঃ এখানে আমি আনলোড করি।

প্রশ্ন ঃ কতদিন ধরে করছেন?

উত্তর ঃ ছ'মাস হল।

প্রশ্ন ঃ কি রকম টাকা পান?

উত্তর ঃ মাসে ১৫০০ টাকা বেতন। খোরাকি কাটে ৫০০ টাকা।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি সি আই এস সি-এর আণ্ডারে কাজ করেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ।

প্রশ্ন ঃ ডিউটি কতক্ষন দিতে হয়?

উত্তর ঃ ১২ ঘন্টা দিনে। সকাল আট টা থেকে রাত আট টা পর্যন্ত।

প্রশ্ন ঃ কোন সাপ্তাহিক ছুটি আছে?

উত্তর ঃ না। রোজ ডিউটি।

প্রশ্ন ঃ আপনার বাড়ি কোথায়?

উত্তর ঃ বীরভূমের ময়ুরেশ্বরে।

প্রশ্ন ঃ বাড়িতে কে কে আছে?

উত্তর ঃ বাবা-মা, ভাই আছে। আমার বৌ আর এক ছেলে ও এক মেয়ে আছে।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের চাষ হয়?

উত্তর ঃ সামান্য চাষ হয়। বছরে তিন-চার মাস চলে।

প্রশ্ন ঃ বাড়িতে আর কে কি করে?

উত্তর ঃ বাবা বুড়ো মানুষ, কাজ করতে পারে না। ভাই টায়ারের মিস্ত্রি।

প্রশ্ন ঃ এখানে তো দেখছি সারাদিন আপনাদের ধুলো বালিতে কাজ করতে হয়। অসুখ-বিসুক হয় না, কি ধরণের অসুবিধা হয়?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। কাশি, সর্দি হয়।

প্রশ্ন ঃ কোম্পানি চিকিৎসার জন্য টাকা দেয়?

উত্তর ঃ না কিছু ব্যবস্থা নেই।

প্রশ্ন ঃ আপনার কাজটা ঠিক কি ধরণের?

উত্তর ঃ ডালা খোলার পর গাড়ি চেক করতে হয়। আবার আন লোড হয়ে গেলে ডালা ঠিকমত লাগিয়ে দিতে হয়।

প্রশ্ন ঃ চিকিৎসার খরচ তো কোম্পানি দেয়না বলছেন। নিজেদের করতে হয়। খাবার পয়সা লাগে। এর পরেও এই সামান্য টাকা থেকে বাড়িতে টাকা পাঠাতে পারেন?

উত্তর ঃ ঐ চার/পাঁচশো টাকা পাঠাই।

প্রশ্ন ঃ এখানে খাওয়া দাওয়া করেন কোথায়?

উত্তর ঃ খোট্টাডি মেসে। ১৫০০ টাকা বেতন থেকে খাওয়ার জন্য ৫০০ টাকা কোম্পানি কেটে নেয়। হাতে পাই ১০০০ টাকা।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের পরবে বা উৎসবে কোম্পানি অ্যাডভান্স দেয়?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। ৫০০-৭০০ টাকা দেয়।

প্রশ্ন ঃ মাইনে বাড়ানোর কথা বলছে কোম্পানি?

উত্তর ঃ না।

প্রশ্ন ঃ ধর্মীয় ব্যাপারটা এখানে কি রকম। কোন বিভেদ আছে কি?

উত্তর ঃ না, না। আমরা হিন্দু-মুসলমানরা মিলে মিশে থাকি। ধর্মের কোন ঝামেলা নেই।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের খাওয়ার জল কোথা থেকে পান?

উত্তর ঃ কুয়োর জল খাই। ক্যাম্পের ভিতরেই কুয়ো আছে।

প্রশ্ন ঃ আচ্ছা, আপনাদের কি পি.এফ. কাটে?

উত্তর ঃ না। এক সাথেই মাইনে দিয়ে দেয়।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের বাড়ি, গ্রাম সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর ঃ আমাদের গ্রামটা নদীর ধারে। বর্ষায় জল ঢুকে আসে। হাসপাতাল নেই। অবস্থা ভাল না।

প্রশ্ন ঃ এখানে গ্রাম থেকে খোঁজ পেলেন কি করে? মানে চাকরির খোঁজ।

উত্তর ঃ আমাদের গ্রাম থেকে একজন এখানে কাজ করে। তার থেকে খবর পেয়ে এখানে এসে কাজ পাই।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের গ্রামের আরও লোকজন তো এখানে খবর পায়। তারা কি চাকরির জন্য আপনাদের সাথে যোগাযোগ করে?

উত্তর ঃ না। তারা অন্যান্য কোম্পানিতে বেশী বেতনে কাজ করে।

প্রশ্ন ঃ আপনিও কি সেই সব কোম্পানির খোঁজ নিচ্ছেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। সুযোগ পেলে চলে যাব।

প্রশ্ন ঃ আপনি কতদূর পড়াশুনা করেছেন?

উত্তর ঃ ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছি।

প্রশ্ন ঃ এখানে কাজের পরিবেশ কেমন? মানে ম্যানেজমেন্টের ব্যবহার কেমন?

উত্তর ঃ চাপে থাকতে হয়। কিছু সেরকম বললে বলবে, কাজ করতে হবে না।

প্রশ্ন ঃ ইউনিয়ন নেই এখানে?

উত্তর ঃ না।

প্রশ্ন ঃ ইউনিয়ন করার কথা ভাবনে?

উত্তর ঃ না, তা হলে কাজ থেকে তাড়িয়ে দেবে।

প্রশ্ন ঃ এখানে কয়লা কতদিন চলবে?

উত্তর ঃ ৬-৭ বছর চলবে শুনেছি।

প্রশ্ন ঃ কয়লা ফুরিয়ে গেলে কোম্পানি কি আপনাদের অন্য জায়গায় কাজে নেবে?

উত্তর ঃ কি করে এখন বলব। আমি তো মাত্র ছয় মাস ঢুকেছি। বর্ষাতে কাজ কম হয়। তখন আমাকে হাটিয়ে দিতে পারে।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি মাঝে মাঝে গ্রামের বাড়ি যান।

উত্তর ঃ হ্যাঁ, যাই। তখন অ্যাবসেন্ট হয়ে যাই। পয়সা কেটে নেয়।

প্রশ্ন ঃ এই যে, এখানে কয়লা পড়ে থাকে তো কেউ নিয়ে যায়?

উত্তর ঃ কয়লা তো ই সি এর-এর। পূর্বাঞ্চল গার্ড আছে। ওরা পাহারা দেয়।

প্রশ্ন ঃ লোকাল লোকদের সাথে আপনাদের কি রকম সম্পর্ক?

উত্তর ঃ মোটামুটি।

প্রশ্ন ঃ ওদের অনুষ্ঠান, উৎসবে আপনারা যান?

উত্তর ঃ অতটা মাখামাখি নেই। আমাদের কাউকে তো ডাকে না।

প্রশ্ন ঃ কাজ শেষ হয়ে গেলে কি করেন?

উত্তর ঃ কোম্পানির ডাম্পারে আমরা মেসে যাই। আমরা ফার্স্ট ডাম্পারে এখানে আসি আবার লাস্ট ডাম্পারে রাত আট টায় মেসে চলে যাই।

প্রশ্ন ঃ এখানে কাজ শেষ হয়ে গেলে কি করবেন? কি ভাবছেন?

উত্তর ঃ অন্য কোম্পানিতে চলে যেতে হবে। আমাদের কোম্পানি যদি আমাকে রাখে তাহলে যে সাইটে কোম্পানি পাঠাবে সেখানে চলে যাব।

প্রশ্ন ঃ যোগাযোগ বা খোঁজ রাখছেন অন্য কোথাও?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, রাখছি। এই কোম্পানিতেও খোঁজ রাখছি। মাইনে বাড়াতে বলি। ওরা বলে এখন বাড়ানো যাবে না। খাবার ফ্রি করার কথা বলি। তাহলে ৫০০ টাকা বাঁচবে। তাতেও রাজী হয় না।

প্রশ্ন ঃ কাজ নিয়ে তো আপনাদের অসন্তুষ্টি আছে।

উত্তর ঃ হ্যাঁ, তা তো আছে। কিন্তু কোন উপাই নেই।

প্রশ্ন ঃ আপনারা কতজন এই রকম আছেন। মানে এই কোম্পানিতে।

উত্তর ঃ তা প্রায় ৫০-৬০ জন আছে। সবাই এই ১৫০০ টাকা বেতন পায়। সবাই আমার মত আনলোড করে, চেকআপ করে, মেন্টেনেন্স করে। গাড়ি সার্ভিসিং করে।

প্রশ্ন ঃ আপনার এখানে কাজ পাওয়াকে গ্রামের বাড়ির লোকজন কি ভাবে দেখছে? মানে তাদের কি রকম লাগছে?

উত্তর ঃ ভালই দেখছে। বেকার বসে ছিল। এখন কাজ পেয়েছে, তো ভালই।

প্রশ্ন ঃ আচ্ছা, ই সি এল যে এইসব প্রাইভেট কোম্পানিকে দিয়ে কাজ করাচ্ছে এ ব্যাপারে আপনার মতামত বলুন।

উত্তর ঃ ভালই হয়েছে। লোক কাজ পাচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ ই সি এল-এর সময়ে কি কাজ পাওয়া যেত না?

উত্তর ঃ না। ই সি এল-এর লোকেদের ছেলে, বউ এরাই সব কাজ পেত।

প্রশ্ন ঃ তাহলে কি মনে করেন এটা একটু ভাল হয়েছে।

উত্তর ঃ হ্যাঁ। লোকজন কাজ পাচ্ছে।

'সাক্ষাৎকার এখানেই শেষ'।